দামুড়হুদায় মাদক বিরোধী প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

“চলো যাই যুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদায় মাদক বিরোধী প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকাল ৩ টার সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে মাদক বিরোধী প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খাঁন।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, চলো যাই যুদ্ধে মাদকের বিরুদ্ধে, খেলাধুলায় বাড়ে বল, মাদক ছেড়ে খেলতে চল। ফুটবল একটি জনপ্রিয় খেলা। মাদকের উপর আসক্তি কমানোর জন্যই মূলত এই মাদক বিরোধী প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার ফুটবলের একটি ঐতিহ্য রয়েছে। এর হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। খেলাধুলা করলে মন ও শরীর উভয় ভালো থাকে। খেলাধুলা মাদক থেকে দূরে রাখে। সবারই নিয়মিত খেলাধুলা করা প্রয়োজন। মাদকের কড়াল থাবা থেকে বাঁচতে আগামী প্রজন্মকে মাদক থেকে দূরে রাখতে নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজন করতে হবে। আপনার সন্তানদের নিয়মিত খোঁজ খবর নিবেন। তাদেরকে খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করিয়ে খেলাধূলার প্রতি মনযোগের জন্য সবাইকে উদাত্য আহবান জানান। জেলায় মাদকে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেন, এরই ধারাবাহিকতায় আগামীতে জেলার সবাইকে নিয়ে ডিসি গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে বলে তিনি বলেন। মাদকে যারা জড়িয়ে গেছেন তারা তিলে তিলে নিঃশ্বেস হয়ে যাবে। মাদকের কারনে কিশোর গ্যাং চুরি ছিন্তাই বৃদ্ধি পায়। এসময় তিনি খেলার আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানান।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শরিয়ত উল্লাহ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম, ওসি

তদন্ত সফিউল আলম, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আ: করিম বিশ্বাস, কুড়ালগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, সদর ইউপি সদস্য সামসুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদ আজম সদু প্রমুখ।

খেলায় মোট ৪টি দল অংশ গ্রহণ করেন। তারা হলেন নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ, মদনা একাদশ, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন একাদশ, কার্পাসডাঙ্গা একাদশ। একই দিনে সব দলের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সেমিফাইনাল খেলায় নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ ২-০ গোলে মদনা ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। পরে দামুড়হুদা ইউনিয়ন একাদশ ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ এর মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় কোন দল গোল করতে না পারায় খেলাটি শুন্য গোলে ড্র হয় এবং খেলাটি ট্রাইবেকার পর্যন্ত গড়ায়। ট্রাইবেকারে দামুড়হুদা একাদশ ০১ গোল করে এবং কার্পাসডাঙ্গা একাদশ ০৩ গোল দিয়ে ফাইনালে উতীর্ণ হন। পরে কার্পাসডাঙ্গা বনাম নতিপোতা একাদশের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ ১-০ গোলে নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশকে হারিয়ে চাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রানার্সআপ হয় নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ। খেলা শেষে প্রধান অতিথি চাম্পিয়ান দলকে চাম্পিয়ান টফি ও রানার্সআপ দলকে রানার্সআপ টফি প্রদান করেন।

খেলায় প্রধান রেফারির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান খোকন, সহকারী রেফারি ছিলেন, ইউসুফ আলী এবং তিতুয়ার রহমান। খেলায় ধারাভাষ্য দেন উদীয়মান ধারাভাষ্যকার মো: শামীম খাঁন।

দামুড়হুদায় অগ্নিকাণ্ডে ভস্নীভূত হওয়ায় পরিবারের পাশে ইউএনও রোকসানা মিতা

দামুড়হুদায় অগ্নিকাণ্ডে মেসার্স সাইম ট্রেডার্স পুড়ে ভস্নীভূত হওয়ায় পরিবারটির পাশে দাঁড়ালেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা। আজ তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও পরিবারের খোঁজ খবর নেন। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। সেই সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পূর্ণনির্মাণ করার জন্য ঢেউটিনের আবেদন করতে বলেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা জানতে পেরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি ও পরিবারের খোঁজ খবর নিয়েছি। অগ্নিকাণ্ডে ব্যবসায়ী অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ঘটনাটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক। ব্যবসায়ী শওকত ওসমান আমার অফিসে এসেছিলেন উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পূর্ণনির্মাণ করার জন্য ঢেউটিনের আবেদন করতে বলেছি, আবেদন করলে ঢেউটিন প্রদান করা হবে। এবং পরিবারটিকে সার্বিক সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছি। এধরণের অনাকাঙ্ক্ষিত অগ্নিকান্ড এড়াতে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন থাকা দরকার বলে জানান।

উল্লেখ্য গত শুক্রবার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের চারুলিয়া গ্রামে মেসার্স সাইম ট্রেডার্স অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ভস্নীভূত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী চারুলিয়া গ্রামের পুলপাড়া এলাকার মৃত নজরুল মাষ্টারের ছেলে শওকত আলী(৬০)।

শুক্রবার রাত ৩ টার দিকে নিজ বাড়ির সাথে সার ও কীটনাশকের দোকানে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এ সময় অগ্নিকাণ্ডে প্রায় অর্ধকোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ী শওকত আলীর।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ ৫০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ এক মহিলা মাদক ব্যবসায়ী সেলিনা খাতুন (৪৫) কে গ্রেফতার করেছে । সে দর্শনা পৌরসভার আজমপুর মাঠ পাড়ার স্বামী মুজিবর রহমান ও খলিলুর রহমানের মেয়ে।

জানাগেছে রবিবার (২১ মে) দুপুর ১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে, অভিযান চালায় দর্শনা হল্ট ষ্টেশন টাওয়ার পাড়ায়।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানা, দর্শনা থানার এসআই স্বপন কুমার সরকার, এএসআই বশির আহম্মেদ, এএসআই মাসুম বিল্যাহ্, নারী এএসআই মোছাঃ রওশন আরা,অভিযান চালায় টাওয়ারপাড়ার মুনাজাতের ছেলে আব্দুস ছাত্তারের দোকানের পিছনে। এ সময় পুলিশ মহিলা মাদক ব্যাবসায়ী সেলিনা কে গ্রেফতার করে।পরে তার কাছে থাকা কাপড়ের ব্যাগ তল্লাশি করে ৫০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানা বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ কোট হাজতে প্রেরন করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে বিভিন্ন ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার ফোর্সদের অংশগ্রহণে সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল সাড়ে আটটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সে এই মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামি গ্রহণ শেষে প্যারেড পরিদর্শন করেন। প্যারেড অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান । এ সময় পুলিশ সুপার প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ফোর্সদের শারীরিক ফিটনেস ও টার্ন আউটের উপর ভিত্তি করে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করেন।

পুলিশ সুপার প্যারেড পরিদর্শনান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং জেলা পুলিশের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে আইজিপি রেঞ্জ ডিআইজি প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে বক্তব্য প্রদান করেন।

উক্ত সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেডে আরো উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, ডিআইও-(১), সকল অফিসার ইনচার্জগণ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, টিআই (প্রশাসন), আরআই, পুলিশ লাইন্সসহ চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল থানা, ফাঁড়ি, তদন্তকেন্দ্র ও পুলিশ ক্যাম্পের অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে সামস্ পরশ ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাইনুল হোসেন খান নিখিল ঘোষিত কর্মসূচির নির্দেশনা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গায় শান্তি সমাবেশ করেছে যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

আজ শনিবার বিকেল ৪ টায় জেলা যুবলীগের কার্যালয়ে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

শান্তি সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘বিএনপি-জামায়াতের ‘সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে’ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন

ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে এই শান্তি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে দেশবিরোধী ‘ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় যুবলীগ নেতাকর্মীদের সজাগ ও সতর্ক থেকে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে একের পর এক ষড়যন্ত্র করছে স্বাধীনতা বিরোধীরা।

ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করতে হলে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ যুবলীগকে শক্ত হাতে প্রতিহত করতে হবে।

নঈম জোয়ার্দ্দার বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করা ও নৌকাকে বিজয় করতে যুবলীগকে কাজ করতে হবে। পরিচ্ছন্ন, মেধাবী, পরিশ্রমী ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত স্বাধীনতার স্বপক্ষের যুবকদের তৃণমূল পর্যায় থেকে আরও সুসংগঠিত-শক্তিশালী করে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগকে স্মার্ট যুবলীগ হিসেবে রূপান্তর করা হবে।’

এসময় তিনি উপস্থিত নেতাকর্মীদের সাংগঠনিক দিকনির্দেশনাসহ দেশের চলমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দেশরত্ন শেখ হাসিনার সকলজনকল্যাণমূলক কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত থাকার আহ্বান জানান সমাবেশে বিশেষ অতিথি থেকে বক্তব্য দেন জেলা যুবলীগের সদস্য আলমগীর আজম খোকা, যুবলীগ নেতা পলেন, যুবলীগ নেতা মাসুদুর রহমান মাসুমের সঞ্চালনায় শান্তি সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রামীম হোসেন সৈকত, পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি সামিউল শেখ সুইট, যুবলীগ নেতা তানভীর রেজা টুটুল, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি রানা, সাধারণ সম্পাদক খান জাহান ও সুজন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দিপু বিশ্বাস, লোকমান,আলীম,মিঠুন,সুমন ,সজল,কবির, সজীব, হাসান, লিপ্টন, সজীব, আতিয়ার,সুজন জনি, লপু,ফিরোজ,মিতুল,শান্ত,রুবেল,ইমরান, তানজিল,আলামিন,চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক গ্রন্থনা ও প্রকাশনা উপ-সম্পাদক শেখ আনোয়ার, ইমরান, সৌরভ,তানিন,রফিক, রাকিব,সজিব,হিলাল,সাইদুল, শাকিল, সুজন, রকি, স্বপন,তানজিল, সোহেল,কালু, তামিম, রাশিদুল ,তারিকুল প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের

আয়োজনে মধু মাস উৎসব অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ পার্ক কমিউনিটি সেন্টারে মধু মাস বাংলার ঘরে পাকা ফলের ছড়াছড়ি দাওয়াত দিলাম বন্ধু তোমায় এসো মোদের বাড়ি’ প্রতিপাদ্যে ‘মধু মাস উৎসব ২০২৩’ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন।

উক্ত আয়োজনে আরোও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান,চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরদার আল আমিন, সাধারণ সম্পাদক রাজীব হাসান কচি, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাডভোকেট মানিক আকবর, সভাপতি, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিট সভাপতি নাজমুল হক, সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ চুয়াডাঙ্গাসহ প্রিন্ট ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং সদর কেন্দ্রিক সকল পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় মাথাভাঙ্গা নদী

দখল-দুষণমুক্ত করতে

সচেতনতামূলক পরিচ্ছন্নতা ও

বৃক্ষরোপন অভিযান

মাথাভাঙ্গা নদী দখল-দুষণমুক্ত করতে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ পার্ক থেকে বড় বাজার পর্যন্ত সচেতনতামূলক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম ও বৃক্ষরোপণ অভিযান করা হয়েছে।

আজ শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ পার্কের নিচে মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে বৃক্ষরোপন ও নদীর কচুরিপানা অপসারণের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

‘যদি বাঁচে মাথাভাঙ্গা, হবে চমৎকার চুয়াডাঙ্গা’ গানে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন, সদর উপজেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবীদ সমিতি (বেলা), মাথাভাঙ্গা নদী বাঁচাও আন্দোলন ও চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার যৌথ আয়োজনে এ কার্যক্রম করা হয়।

সচেতনতামূলক কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শামিম ভূইয়া, মাথাভাঙ্গা নদী বাঁচাও আন্দোলন কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সি, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী মাহফুজুর রহমান মুকুল।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কামরুজ্জামান চাঁদের পরিচালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কবির হোসেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও মাথাভাঙ্গা নদী বাঁচাও আন্দোলনের উপদেষ্টা অ্যাড. সেলিম উদ্দীন খান, চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেটের সিনিয়র সহকারী কমিশনার শেখ মো. রাসেল, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাজহারুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেটের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর সাদাত হোসেন, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ, মাথাভাঙ্গা নদী বাঁচাও আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলী বিশ্বাস, সহসভাপতি শাহ আলম সনি, প্রগতি লেক

সংঘ চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক কাজল মাহমুদ, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার প্যানেল মেয়র সুলতানা আঞ্জু রন্তা, কাউন্সিলর মাফিজুর রহমান মাফি, মুনসুর আলী মনো, মুন্সি আলাউদ্দীন, উজ্জ্বল হোসেন, সাইফুল ইসলাম, মাথাভাঙ্গা নদী বাঁচাও আন্দোলনের সহ সম্পাদক হেমন্ত কুমার সিংহ রায়, প্রচার সম্পাদক মেহেরাব্বিন সানভী, দপ্তর সম্পাদক জিসান আহমেদ, সদস্য হাবিবি জহির রায়হান, অ্যাড. রফিকুল ইসলাম, আহসান আলম, পারভিন লায়লা, আব্দুস সালাম সৈকত, আলাউদ্দীন ওমরসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সচেতনতামূলক কার্যক্রমে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বলেন, মাথাভাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা শহর তথা চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রাণ। এই নদীর সাথে এই জেলার মানুষের নারীর সম্পর্ক। দুঃখজনক হলেও আমরা দেখছি নদীটি দূষণ এবং দখলের স্বীকার হচ্ছে। এই নদীকে দূষণমুক্ত, দখলমুক্ত রাখতে হবে। এই নদীতে যেন ময়লা আবর্জনা না ফেলে এজন্য আমরা নিয়মিত বলছি। নদীর পাড়েই চুয়াডাঙ্গার সবথেকে বড় বাজার। আমরা বাজার সমিতিকে বার বার বলছি, ময়লা যেন নদীতে না ফেলা হয়। মাথাভাঙ্গা বাঁচাতে এই সামাজিক আন্দোলন এক দিনের না। আমরা এই নদীকে নিয়ে একটি একশন প্লান করছি। কিভাবে এই নদীতে দূষণ ও দখলমুক্ত করা যায়। নদীর পানি এখন প্রায় ব্যবহার অনপযোগী হয়ে গেছে। কয়েক মাস আগে পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমে মাছ মরে ভেসে উঠছিলো। এই নদীকে বাঁচাতে আমাদের সকলের কানেক্টিভিটি প্রয়োজন। আমাদের আন্দোলনে আমরা সবাইকে চাই আমাদের পাশে। আমরা আশা করবো, সবাইকে নিয়ে অতীতের মতো এই নদীকে আবারো সুন্দর ও চমৎকার করে তুলবো।

জেলা প্রশাসক পানি উন্নয়ন বোর্ডকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, চুয়াডাঙ্গার কয়েকটি নদী কখন হয়েছে। মাথাভাঙ্গা নদী খননের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। মাথাভাঙ্গা নদী একটি সুন্দর নদী হোক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করি। এ সময় তিনি মাথাভাঙ্গা নদী সংরক্ষণে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

মাথাভাঙ্গা নদী বাঁচাও আন্দোলন কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সি বলেন, আমি আশা করি, এই পরিচ্ছন্ন অভিযান ও সচেতনতামূলক অভিযানে প্রশাসন সচেতন হবে, মৎস্য অধিদপ্তর সচেতন হবে, ওয়াপদা সচেতন হবে, বিশেষ করে নদীর দুই পারের মানুষ সচেতন হবে। এই সচেতনতা যদি সৃষ্টি করতে পারি, ভবিষ্যতে এই নদীর পানি আমরা

খাওয়ার টেবিলে দিতে পারবো।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র জাহাঙ্গির আলম মালিক বলেন, এই ভালো কাজে আমরা পৌর পরিষদের পক্ষ থেকে সকলের সহযোগীতা চাই। আজকে জেলা প্রশাসকসহ আমরা সকলে এখানে এসছি আমি মনে করি সকলের সহযোগীতায় এই কাজে গতি পাবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী মাহফুজুর রহমান মুকুল বলেন, আমি খুলনা থেকে এসছি। মাথাভাঙ্গা নদী নিয়ে আমার মাথাব্যাথা কেন! সেটা যদি বলতে হয়, আপনারা জানেন এই মাথাভাঙ্গা নদীর সাথেই আমাদের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ভৈরব, কুমার, চিত্রা ও নবগঙ্গাসহ সকল নদী জড়িয়ে আছে। যদি মাথাভাঙ্গা নদী না বাঁচে আমাদের ওই অঞ্চলের নদীও বাঁচবে না। সেই জন্যই মাথাভাঙ্গা নদী বাঁচাও আন্দোলনের সাথে বেলা কাজ করছে। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আপনারা একটি ভালো মানসিকতা নিয়ে নেমেছেন। আপনাদেও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাথাভাঙ্গা নদীতে বাঁচাতে পারবো।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. শামিম ভূঁইয়া বলেন, আমাদের জেলা প্রশাসক স্যার বার বার তগিদ দেন মাথাভাঙ্গা নদী নিয়ে। স্যারের একটি মাস্টার প্লানও আছে। সেটি আপনারা খুব দ্রæতই দেখতে পাবেন। মাথাভাঙ্গার নিজস্ব ঝরনা আছে। ঝরনার কারণেই মাথাভাঙ্গাতে পানি থাকে। ঝরনা না থাকলে পানি থাকতো না। মাথাভাঙ্গা নদীতে বালিশ, তোষক থেকে শুরু এমন কিছু নাই, যে মাথাভাঙ্গা নদীর মধ্যে নাই। ময়লা আবর্জনার কারণেই তলদেশে একটি লেয়ার পড়েছে। এবং পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাচ্ছে।

এ সময় তিনি আরও বলেন, মাথাভাঙ্গা নদী নিয়ে পৌরসভার একটি বদনাম আছে। আমরা স্বীকার নিচ্ছি। কিন্তু পৌরসভার আসলে সামর্থ নাই, ময়লা পানি শোষণ কেও আমরা নদীতে ফেলবো। তবে আমরা সবাই সচেতন আছি। আমরা বড় বাজােও একটি বায়ো গ্যাস ট্রিটমেন্ট প্লান্ট করেছি। ময়লা নেওয়ার জন্য দুটি ওয়ার্ডে আমাদেও ভ্যান কার্যক্রম চালু হয়েছে। আমরা সবাই মিলে নদীটিকে বাঁচাবো। পরে, দুটি নৌকায় জেলা প্রশাসকসহ সরকারি কর্মকর্তা, মাথাভাঙ্গা নদী বাঁচাও আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ চুয়াডাঙ্গা পুলিশ পার্ক থেকে বড় বাজার ব্রিজের নিচ পর্যন্ত সচেতনতামূলক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় জেলা প্রশাসক নদী থেকে সকল কোমড় অপসারণ করার নির্দেশ দেন সংশ্লিষ্ট্য প্রতিষ্ঠানকে।

এ সময় মাথাভাঙ্গা নদী নিয়ে প্রথম আলোর জেলা প্রতিনিধি ও মাথাভাঙ্গা নদী বাঁচাও আন্দোলনের সহসভাপতি শাহ আলম সনির কথা ও সুরে ‘যদি বাঁচে মাথাভাঙ্গা, হবে চমৎকার চুয়াডাঙ্গা’ গান পরিবেশন করা হয়।

কেরুজ চিনিকল মিলস গেট আখ চাষি কল্যাণ সংস্থার বিশেষ সাধারন সভা

কেরুজ চিনিকল মিলস গেট আখ চাষি কল্যাণ সংস্থার বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতাল স্বাস্থ্য কেন্দ্র হল রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কেরুজ চিনিকল মিলস গেট আখচাষী কল্যাণ সংস্থার সভাপতি আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতাল পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সাধারন সম্পাদক ও হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম।

আখচাষি কল্যান সংস্থার সহ-সভাপতি ওমর আলীর সঞ্চালনা বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন আখচাষী কল্যান সংস্থার সাধারন সম্পাদক আব্দুল বারী বিশ্বাস, সহ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন নফর, আখচাষী কল্যান সংস্থার উপদেষ্টা হাজী আকমত আলী, হুমায়ুন শাহ, আমির হোসেন সিআইসি, নির্বাহী সদস্য ইউনুচ আলী, শহীদ লতিফ মিল্টন, ফরিদ আহমেদ, বিশিষ্ট আখচাষি আওয়াল হোসেন, নিজাম উদ্দিন।

এসময় উপস্থিত থেকে বক্তব্যে বলেন অর্থাভাবে বর্তমানে হাসপাতালের নাজুক অবস্থা। এ হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা উন্নত করতে আমরা বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। ইতিমধ্যে এ হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার বিষয়ে ঢাকা বারডেম হাসপাতালের কর্মকর্তাদের সাথে আমাদের আলোচনা হয়েছে। তারা হাসপাতাল পরিদর্শন করে হাসপাতালের চিকিৎসা আরও উন্নত করতে সম্মতি জ্ঞাপন করছে। এ জন্য এ হাসপাতালের

যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আধুনিক করতে বলেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। এজন্য প্রয়োজন অর্থ। যে পরিমান অর্থ প্রয়োজন তা আমাদের তহবিলে নেই। এ হাসপাতাল আখচাষী কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত। এ অর্থের ফান্ড কেরুজ চিনিকলে মিলসগেটে যাওয়া আখ

চাষীদের ওজনের আখের ঢলতার টাকা থেকে। কিন্ত চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের সাবেক চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন ক্ষমতার অপব্যবহার দেখিয়ে কেরুজ চিনিকলে ঢলতার আখচাষী কল্যান সংস্থার বিগত দিনের ১৬ লাখ ২১৩ টাকা আটকে রেখে দিয়েছে। যে করণে হাসপতালের উন্নয়ন ও চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত হচ্ছে। একই সাথে দর্শনা ও ফরিদপুর চিনিকলে দুটি আখচাষী কল্যান সংস্থার ধলতার টাকা আটকি দিলেও ফরিদপুর সুগার মিল কর্তৃপক্ষ ফরিদপুর আখচাষী কল্যাণ সংস্থা তাদের সমুদয় টাকা বুঝে পেলেও এখনো পর্যন্ত কেরুজ চিনিকল দর্শনা আখচাষী কল্যাণ সংস্থার সমুদয় টাকা দিচ্ছে না। তাই সমুদয় টাকা না পেলে আইনের সহায়তা নিতে বাধ্য হবে হুশিয়ারী বক্তব্য রাখেন বক্তারা।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির ১৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

গ্রেপ্তারকৃত সহকর্মীদের দেখতে গিয়ে আটক হলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু। আজ শনিবার সকালে থানা প্রাঙ্গণ থেকে তাকে আটক করা হয় বলে দাবি করে স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

এছাড়াও ২০২২ সালের নাশকতা মামলায় আটক করা হয়েছে উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল ইসলামসহ এর বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের আরো ১৬ নেতাকর্মীকে। এঘটনায় তিব্র নিন্দা জানিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরিফ।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন- জিল্লুর রহমান ওল্টু (৫৬), রফিকুল ইসলাম (৪২), উজ্জ্বল হোসেন (৩৫), আব্দুল আলিম (৩৬), রাজু (৩০), মোখলেস রহমান মিলন (৪৫), সাফায়েত হোসেন (৩৭), ইফতেখারুল ইসলাম (২৯), শফিকুল আজম (৩৭), জহুরুল ইসলাম বেনজির আহমেদ স্বপন (৪৫),

নাসির উদ্দিন (৪৫), ওবায়দুর রহমান বেল্টু (৩৩), সাইফুর রহমান (৪৪), ইকতার (৪৫), দেলোয়ার হোসেন ঝন্টু (৪৩), আমিনুল ইসলাম
(৫৭) ।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, ২০২২ সালের ১৪ ডিসেম্বর আলমডাঙ্গার আসাননগর গ্রামে নাশকতার অভিযোগে অত্র থানার পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইকবাল হোসেন বাদি হয়ে ৯ জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় গতকাল শুক্রবার মধ্যরাত থেকে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামীদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। একযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। নাশকতা সংশ্লিষ্ট মামলায় গতকাল শনিবার দুপুরে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়। এখন পর্যন্ত এই মামলায় ৩৩ জনের মত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আমিনুর ইসলাম।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে নাশকতা মামলা রয়েছে। রাতে থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

আলমডাঙ্গার এরশাদপুর গলায় ফাঁস লাগিয়ে গৃহবধূর আত্নহত্যা

আলমডাঙ্গার এরশাদপুর গ্রামে গলায় ফাঁস লাগিয়ে এক গৃহবধূ আত্নহত্যা করেছে। আজ শনিবার দিবাগত রাত ১ টায় নিজ ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করে। এঘটনায় গৃহবধূর পিতার বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড এরশাদপুর গ্রামের তাঁতিপাড়ার সালামের মেয়ে ইশিতা খাতুন (২৯)। গত ৫ বছর পূর্বে একই এলাকার লিজুর সাথে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়। বৈবাহিক জিবনে তাদের ৩ বছরের একটি কণ্যা সন্তান রয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (১৯শে মে) রাত ১১ টায় ইশিতা তার শিশু কণ্যাকে খাবার খাওয়াচ্ছিলো। শিশুটি কান্না করায় স্বামীর সাথে তর্কবিতর্ক সৃষ্টি হয়।

এঘটনায় রাতে লিজু পিকনিকে অনুষ্ঠানে গেলে সুযোগ বুঝে নিশিতা গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যার চেস্টা করে। পরিবারের লোকজন দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। আত্নহত্যার ঘটনায় ওই গৃহবধূর লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের নিকট হস্তান্তর করেছে পুলিশ। গতকাল বিকেল ৫ টায় এরশাদপুর গোরস্তানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।